ঢাকা : শুক্রবার, ১মাঘ, ১৪০৬ ❑ Friday, 14 January, 2000

ধর্মচিন্তা

মাওলানা জালালউদ্দিন রুমী ও সুফী তত্ত্ব

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান মানিক

ইসলামী জ্ঞানতত্ত্ব ধারা, সুফীকুলের শ্রেষ্ঠ সাধক ফারসী সাহিত্যের মহাকবি ও সুন্দরনীল মানবিক মরমীবাদের জনক মাওলানা জালালউদ্দিন রুমী (রঃ) খোরাসান রাজ্যের অন্তর্গত বলখ নগরে ১৯শে মহাহারে ৩০শে সেপ্টেম্বর ১২০৭ খ্রীষ্টাব্দ জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৭১ হিজরী/১২৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মহাহারে ১৭ই ডিসেম্বর রাত ৩।৩ করে। পিতার দিক হইতে তিনি প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রঃ) এবং মাতার দিক হইতে খোরাসানের শাসক মোহাম্মদ খারাজিমের সাথে বংশধর। তাঁহার পিতামহ মাওলানা হোসেন বলখী এবং পিতা মাওলানা বাহাউদ্দিন উলেদই ইসলাম ধর্মের ধারকবাহক সাধক ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। পিতার নিকট হইতে তিনি আরবী ও ফারসী ভাষা, ফেকাহ, তাফসির, হাদীস, ফিকাহ, ইলমুর কালাম, দর্শন ইত্যাদি শিক্ষালাভ করেন।

জালালউদ্দিন যখন শিশু, তখন তাঁহার পিতা বাহাউদ্দিনের সহিত খোরাসানের শাসকের মতান্তর ঘটিবার ফলে পিতা-পুত্র উভয়ে দেশত্যাগ করেন। তাঁহারা পিতা প্রথমে হজ্ব করিয়া নিশাপুর, বাগদাদ, মক্কা, মদীনা, দামিস্কা প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে কুনিয়ায় ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে বাসস্থান নির্মাণ করেন। এই স্থানের আবহাওয়ায় তিনি 'রুমী' উপাধি ধারণ করেন এবং সমগ্র বিশ্বে জালালউদ্দিন রুমী (রঃ) নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি গভীর বুদ্ধিশক্তি ও জীবন যোগাযোগের অধিকারী এবং শক্তিশালী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পরিহারী ও মহৎগুণী জ্ঞানের উৎকর্ষের সাধক ছিলেন। পিতার নিকট হইতে তাঁহার আধ্যাত্মিক শিক্ষা শুরু হয়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি পিতার যোগ্যতম শিষ্য সৈয়দ্দ তিরমিজের নিকট সুফীতত্ত্বে উচ্চজ্ঞান লাভ করেন। তাহার পর তিনি আলেপ্পো ও দামেস্কের বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান সাধনা করেন। সৈয়দ্দ তিরমিজের মৃত্যুর পর তিনি 'শেখ' উপাধি গ্রহণ করেন। অতঃপর হইতে তিনি কুনিয়ায় অধ্যাপনা, গ্রন্থ রচনা ও আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত ছিলেন।

আধ্যাত্মিক শিক্ষালাভের পূর্বে অর্থাৎ প্রথম জীবনে তিনি অত্যন্ত শ... ছিলেন। কিন্তু তাঁহার আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুরু শামস তাবরেজীর (রঃ) সাক্ষাৎ অসিলায় (১২৪৪ খ্রীঃ) পর হইতে তাঁহার জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। তিনি গজল ও কবিতা রচনা, ধর্মবৃত্তা ও ধর্ম সাধনের একত্র ভক্ত হন এবং তৌহিদী সম্প্রদায় নামে একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁহার রচিত গ্রন্থরাজীর মধ্যে 'দিওয়ান' ই শামস তাবরীজ' 'মসনবী' ও 'কুলিয়াত' 'ফিহি মা ফিহি' সুপ্রসিদ্ধ। দিওয়ানে আধ্যাত্মিক ভাবধারায় লিখিত আড়াই হাজার গজলে প্রায় পঞ্চাশ হাজার শ্লোক রহিয়াছে। এই গ্রন্থে তিনি শামস তাবরেজীর শিক্ষা ও জীবনাদর্শ গজল আকারে প্রকাশ করেন। মসনবী তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ ২৪ খণ্ড বিরাট। রচিতকাল গভীর ভাবাবেগের মধ্যে তিনি মসনবীর শ্লোক আবৃত্তি করিতেন এবং বিশ্বাস উদ্দীপ্ত ভাষা লিখিতেন। আব্দুল হক্কানী সাহেব সঠিকভাবে বলেন যে, 'সহিহাত আউর ফুরিসিতে রুমীর 'দিওয়ান' উপাদেয়, কিন্তু তাঁহার মসনবী আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অন্তর সমুদ্র, সুফীতত্ত্বের মহাখনি।' মসনবীর আধুনিকতম অনুবাদক নিকলসন বলেন যে, রুমী সর্বকালের সর্বোত্তম মরমী কবি। ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক ও দার্শনিক বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে এবং মসনবীকে 'কোরআন' কেতাবের বলা হয়। তুলনীয় দিগন্তীর (রঃ) সময় হইতে সুফী মতবাদে যে তত্ত্ব ও দর্শন সমন্বিত নবযুগের আরম্ভ হয় তাহা রুমীর (রঃ) মধ্যে একটি অপূর্ব কাব্যময় প্রকাশ লাভ করিয়া পূর্ণতা লাভ হয়। তাঁহার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থরাজীতে তাঁহার যে সুফী দর্শন পরিলক্ষিত হয় তাহা সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হইল।

আত্মতত্ত্ব :

রুমীর (রঃ) মতে, সকল আত্মা মূলতঃ এক। তিনি আত্মার ঐক্যকেত্বের ওপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন, ঐক্যই একত্বই সকল আত্মা বা মহাত্মার মূল সত্তা। পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার তাঁহারে তিনি 'আশেক'-এর উপমা দিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রুমীদের সংখ্যা বহু হওয়া সত্ত্বেও আলো কিন্তু এক, [illegible] বুদ্ধ একটির আলো অন্যটির আলো হইতে ভিন্ন করিতে পারা যায় না (দ্র. 'Mathnawi. I, Veose 678, 689) আধ্যাত্মিক হালো আমরা সকলে মিলিয়া অখি অন্তরীন একটি বিপুল অস্তিত্ব বিশাল, সূর্যের মতো একই প্রভা, পানির মতো স্বচ্ছ ও ঘনিষ্ঠ ছিলাম। রুমী (রঃ) এই ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া সকল ধর্মের মূলে একই শাশ্বত সত্যের আলো দেখিতে পান এবং উদারনীতি ও সহনশীল মরমীবাদ পড়িয়া তোলেন। সকল রুমীদের আলো মিলিয়া যেমন এক আলো, সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য যেমন এক সত্য, ঠিক তেমনি সকল আত্মা মিলিয়া এক ঐক্য। আত্মা চিরন্তন বাস্তব সত্য, যাহা বাস্তব আছেই সত্য এবং যাহা সত্য তাহাই বাস্তব এবং সত্য বহু চিরস্থায়ী, অবিনশ্বর, অক্ষয়ীন ও অনন্ত।

মানবাত্মা ও পরমাত্মার চিরকালের স্থানে ঐক্য রুমীর (রঃ) দর্শনের মূলকথা। অস্থির উত্থিত সংশয়ের পরে মানবাত্মা আপনার ভিতর আত্মার প্রকাশ অনুভব করেন এবং অবস্থা বিস্তিতরূপ হইলে কখনো কখনো নিজের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া মনসুর হাল্লাজের (রঃ) মতো 'আনাল হক' বলেন। রুমী (রঃ) তাঁহার 'ফীহিমা ফীহি' গ্রন্থে হল্লাজের (রঃ) 'আনাল হক' বাণীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, যখন একটি মৌমাছি মধুর মধ্যে পড়িয়া যায়, তখন তাহার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একই অবস্থায় রূপান্তরিত হয় এবং কোন অংশই আর নাড়িতে পারে না। তেমনি খোদার প্রতি পূর্ণ আত্মনিবেদন অবস্থায় নিজের অস্তিত্বের কোন খেয়ালই অনুভব থাকে না। একই 'আনাল হক' এর প্রকৃত অর্থ। যে ব্যক্তি 'আমিই সত্য' বলিয়া দাবী করে, সে এক খোদার অস্তিত্বেই কেবল দ্বিত্ব বিশ্বাস করে এবং তাহার নিজের অস্তিত্বকে একেবারে লোপ করিয়া দেয়, 'আমার কোন অস্তিত্ব নাই' কেবল এক তিনিই আছেন, আর তাহা ছাড়া কিছুই নাই। এই কথা তাঁহার মতে বিশ্বাসের এত অপূর্ব দৃষ্টান্ত। তাঁহার মতে আত্মাত্ব যেমন এক ; মানবাত্মাও তেমনি মূলত এক ঐক্য।

প্রেমতত্ত্ব :

রুমীর (রঃ) মসনবী কাব্যের মূল বিষয় ঐক্য প্রেম, আর মসনবী ঐক্য প্রেমের অফুরন্ত ভাণ্ডার। রুমীর (রঃ) মতে, ঐক্য প্রেম সকল বাধির ঔষধ। প্রেম মনুষ্যকে মলিনতা ও পাপাশক্তি হইতে মুক্ত করিয়া নির্মল, পবিত্র ও উত্তম করে। যাহার অস্তিত্ব প্রেমের দ্বারা নির্মল ও পবিত্র হয় তাহার জীবন সবরকম কলুষতা হইতে মুক্ত হয়। এই প্রেমের বলে মাটির দেহ অকাশে উড়িত হইয়াছিল। প্রেমের স্পর্শে পর্বত সচল হইয়াছিল। প্রেম তুর পর্বতে জীবন সঞ্চার করিয়াছিল এবং প্রেমোন্মত্ততা অগ্নিশিখা এবং হযরত মুসা (আঃ) মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রুমী (রঃ) আরো স্পষ্টভাবে বলেন যে, আমার সত্তার উপর নীচ সকল দিক দিয়া তাঁহারই সত্তার মধ্যে লুকাইয়া আছে। সে গোপনে রহস্য প্রকাশ করিলে সমগ্র বিশ্ব ওলট-পালট হইয়া যাইবে।

ডক্টর ফজিলা আব্দুল হাকিম সাহেবাবেই বলিয়াছেন যে, রুমীর (রঃ) মসনবী কাব্যের মধ্যে বর্ণিত প্রেম সকল মৌলিক বিশ্লেষণ ও বর্ণনার উর্ধ্বে। এই প্রেম বর্ণনাতীত ও জীবনের গোপন রহস্য। মসনবীর মর্মকথা প্রেম আর বিরহ। মানবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে স্থানত ঐক্য ও প্রেম ইহার মূল কথা। জীবন ও প্রেমের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। সংগীতের মাধ্যমে আত্মিক প্রকাশ করা যায়। রুমী (রঃ) বলেন যে, জীবন যেমন উৎসব হইতে বিচ্যুত হইয়া কাঁদে মানবাত্মাও তেমনি অস্থায় জগৎ হইতে বিচ্যুত হইয়া স্বস্থ পরিবেশের দ্বারা হইতে আত্মার জগতে প্রত্যাবর্তনের জন্য কাঁদে। পরিশেষে জীবনের মূল রহিয়াছে প্রেম। কারণ প্রেমই জীবনের রহস্য। প্রেমের জন্যই বাঁশীর সুরে সঙ্গীতের সুর উঠে। জীবন উৎসের মূল পৌঁছাবার জন্য প্রেম বিচ্ছেদের হাহাকারে কাঁদে। প্রেম আকর্ষণে জীবন পরম সুখের দিকে আগ্রহ হয়। রুমীর (রঃ) প্রেমতত্ত্ব উচ্ছ্বাসহীন কল্পনাবিলাস নয়; জীবনের গভীরতর রহস্যের উদ্ঘাটনে দ্বারা মানুষের ক্রমোন্নতির পথ চিহ্নিত করিয়া দেওয়াই প্রেমতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য।

ইনসান উল কামেল (পূর্ণমানব) :

অন্য সকল শ্রেষ্ঠ সুফীদের মত জালালউদ্দিন রুমী (রঃ) বলেন যে, মানুষ অস্থায়ে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং সমগ্র বিশ্বজগতের সংক্ষিপ্তসার। ভৌতিক দিকদিয়ে মানুষ ক্ষুদ্র বিশ্ব, কিন্তু আত্মিক বিচারে সে সমগ্র বিশ্বজগতেরও অধিক তাৎপর্য ও অর্থ বহন করে। বিশ্বজগতের মধ্যে অস্থায় নিজেকে প্রকাশ করেন। আর মানুষের মধ্যে তিনি নিজেকে পূর্ণ রূপে প্রকাশ করেন। 'ইনসান-উল-কামেল' বা পূর্ণমানব একটি আদর্শ এবং এই আদর্শে পৌঁছাবার জন্য সমগ্র সৃষ্টি অগ্রসর চেষ্টা করে। সমগ্র সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য মানুষ সৃষ্টি, আর সেই কারণে বলা হয় মানুষ সৃষ্টির আদি কারণ। ধরিত্রীর বুকে মানুষের আবির্ভাব সংঘটিত হয়েছে তবুও মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই অস্থায় সমগ্র বিশ্বজগত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মানুষের অধীন করিয়াছেন। গাজ্জী ইজ্জের কারণ, কিন্তু মূলতঃ ইজ্জই গাজ্জের আদি কারণ। মানবাত্মা মূলতঃ ঐশী সত্তা। এই পৃথিবীতে আসার পর আত্মা সেই ধারা আবৃত ও সীমাবদ্ধ হইয়াছে, সে পুনরায় পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চায় এবং ফিরিয়া যাইবার এই আকাঙ্ক্ষাহীন আকর্ষণ অতি প্রবল।

জালাল উদ্দিন রুমী

সুফীদের বিশ্বাস যে, মানুষ ঐশী গুণে গুণান্বিত হইলে সাময়িকভাবে পূর্ণতা লাভ করে এবং সেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত মানুষকে পূর্ণমানব, আদর্শ মানব বা 'ইনসান উল-কামেল' বলে। পূর্ণমানব বা আদর্শ মানবের ধারণা পরমাত্মা বা মানবাত্মা সম্পর্কে ধারণা করিতে এবং তাহার জীবনে সেই নিয়ম অনুসারে কাজ করিতে যথেষ্ট সহায়তা করে। মানবাত্মা মূলতঃ পরমাত্মার মত। যেহেতু এই জীবনে মানবাত্মা মানবাত্মার মাঝে পরমাত্মার বা ঐশী আত্মার গুণ অর্জনের দ্বারা পরমাত্মার মত হওয়া সম্ভব, সেহেতু বিশেষ এক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে বলা যায় যে, মানবাত্মা পরমাত্মার মতই অসীম শক্তি ও জ্ঞানের অধিকারী হয়। যেহেতু একমাত্র আল্লাহর অস্তিত্ব ছাড়া অন্য কোন অস্তিত্বকে সুফীদলের মধ্যে সত্য বলিয়া স্বীকার করা হয় না, সেহেতু আদর্শ মানবের অস্তিত্বকে পরমাত্মার অস্তিত্ব বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই পূর্ণ মানবই ইশ্বরপ্রেম ও পরমাত্মাকে একমাত্র পরিচালক, তাঁহার ইচ্ছাতে শ্রেষ্ঠ এমন কেহ নাই যাহার ভয়ে তিনি ভীত হইতে পারেন অথবা যাহার নিকট হইতে কোন সাহায্য পাইতে পারেন। ইহকাল ও পরকাল এই আদর্শ মানবেরই প্রকাশমাত্র। হাল্লাজ (রঃ) ও বায়েজিদ (রঃ)-এর সময় হইতে পূর্ণমানব সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করা হয়। রুমীর (রঃ) আদর্শ মানব সম্পর্কে যে ধারণা, তাহা হাল্লাজ (রঃ) ও বায়েজিদের (রঃ) আদর্শ মানবের ধারণার অনুরূপ। তিনি বলেন, পূর্ণমানব আল্লাহর সত্তায় অস্তিত্বলাভ হয় বলিয়া আল্লাহর মত সর্বজ্ঞ জানিতে পারেন এবং সব কাজ করিতে পারেন। অবশ্য পূর্ণমানবত্ব অর্জনের পূর্বশর্ত নিজ আত্মার জ্ঞানলাভ; কারণ আত্মজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞানের চাবিকাঠি। তিনি বলেন যে, আমরা যদি আমাদের আসল প্রকৃতি জানিতে পারি তবে আমরা ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে জানিতে পারিব।

ইশ্বর স্বাধীনতা :

রুমীর (রঃ) মতে, সকল কার্যের নিয়ন্তা অস্থায়। কিন্তু তিনি মানুষকে কতক ক্ষেত্রে কার্য সম্পাদনের এখতিয়ার বা সিদ্ধান্তী শক্তি দিয়াছেন। তাহার দীনের ভিতর মানুষ স্বচ্ছন্দভাবে কাজ করিতে পারে, যদিও কাজ করিবার শক্তিও অস্থায়ই দান। তাঁহার মতে, মানুষের ইশ্বর স্বাধীনতা আছে। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, অস্থায় তাহাকে স্বাধীনভাবে পছন্দ করার পক্ষিমান করিয়াছেন। এই পছন্দশক্তি বা স্বাধীন ইশ্বাশক্তি তাহাকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হওয়ার সম্মান দান করিয়াছে। প্রত্যেকটি কাজের ভাল-মন্দ দান নির্ণয় করা হয়। ইশ্বার স্বাধীনতা প্রাচ্যে ও পশ্চাতে ভুল। ব্যক্তিত্ব পারস্পরিক তাহা নিয়ন্ত্রণের অধীন, আধ্যাত্মিক জগতের সকল লাভ ও জীবের জন্য পুরস্কার অথবা শাস্তির কোন ব্যবস্থা নাই। এই জগতে মানুষের স্বাধীন কাজের জন্যই তাহার উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হয় অর্থাৎ আল্লাহর করুণা বা রহমত স্বাধীন প্রচেষ্টারই ফল।

[illegible] কোরআন বিচিত। অধিকাংশ সুফী কোরআনের উক্তিকে তাঁহাদের দর্শন ও ব্যাখ্যানুসারে গ্রহণ করেন। অধিকাংশ সুফীর মতে, আল্লাহ বিশ্বের সর্বব্যাপী ও বিশ্বাতিরিক্ত সত্তা উভয়ই। আল্লাহ সত্তাময়, বিশ্বজগৎ ও আল্লাহর সত্তার কোন ভেদ নাই। সমগ্র বিশ্বজগৎ আল্লাহ এবং সমগ্র আল্লাহ বিশ্বজগৎ। এই মতবাদ পাশ্চাত্য দর্শনে 'অদ্বৈতবাদ বা সর্বেশ্বরবাদ নামে পরিচিত। তবে, রুমীর (রঃ) মতবাদ অদ্বৈতবাদ বা সর্বেশ্বরবাদ নয়, সর্ব ঈশ্বরবাদ বা খোদাবাদ তথা ওয়াহদাতুল শহুদ। তাঁহার দর্শনে আল্লাহ অন্তর্যামী ও অতিবর্তী উভয় প্রকার সত্তারূপে বর্তমান। তাঁহার সুফীবাদের মধ্যে ধর্ম ও আল্লাহ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আছে এবং একজন সুফী আল্লাহর সহিত প্রেম জ্ঞান করিতে পারে। আল্লাহ ব্যক্তিত্বপূর্ণ পরমসত্তা। সুফীরা সাধারণ অর্থে সর্বেশ্বরবাদ নয়। ইবনুল আরাবীর (রঃ) অদ্বৈতবাদ সৃষ্ট ব্যক্তিত্বহীন সত্তাবাদ ধর্মীয় মানুষের মনে এক সময় সন্দেহের উদ্রেক করিয়াছিল। রুমী (রঃ) সেই সন্দেহ দূর করিবার জন্য সুফীবাদের পরম সত্তা ধারণার সহিত এক ব্যক্তিত্বপূর্ণ পরম দৈহিক সত্তার অস্তিত্ব যোগ করিয়া সুফীবাদকে তিনি আল গাজ্জালীর (রঃ) মতে কোরআনের ভিত্তির উপর সুদৃঢ় রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। রুমীর (রঃ) মতে, আল্লাহর সৃষ্টিতে নীল, না সৃষ্টির বহির্ভূত, কি এই দুইটির মধ্যাবস্থা এই সব কিছুই সত্য। এইসব বিষয় বিচার-বুদ্ধি ও বিতর্কমূলক জ্ঞানের অন্তর্গত। এইসব দিয়া আল্লাহর পূর্ণ স্বরূপ জানা যায় না, জ্ঞানের পথ ত্যাগ করিয়া প্রেমের পথে আল্লাহর সাক্ষাৎ মিলন বা উপলব্ধির মধ্যে আল্লাহকে পরম ব্যক্তিত্বপূর্ণ প্রেম সত্তারূপে দেখা যায়।

> সুফী সাধক মাওলানা জালালউদ্দিন রুমীর জন্ম (১২০৭-১২৭৩) আফগান দেশে। চেঙ্গিস খানের দুর্ধর্ষ মোঙ্গলদের নারকীয় হামলার মুখে তিনি দেশান্তরী হন। আশ্রয় নেন আধুনিক তুরস্কের কোনিয়া এলাকায়। কোনিয়া তখন বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর নিরাপদ আবাস। মোঙ্গলদের দ্বারা বিতাড়িত হইলেও তিনি খোদার অপার রহমে বিশ্বাসী ছিলেন এবং বলিতেন মোঙ্গলরা খোদার ইচ্ছাই পূরণ করিয়াছে। নাচে-গানে, সাধনায়-ভক্তিতে, এবং সুরা ও সুরেন্ন মূর্ছনায় রুমীর জীবন ছিল এক আশ্চর্য ব্যঞ্জনাময়। তাঁহার মসনবীকে অনেকে ফারসী ভাষার কোরআন বলেন। আজও ইরান, তুরস্ক ও পাকিস্তানে মসনবীর শ্লোক সমাদরের সঙ্গে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। রুমী আল্লাহতালার অস্তিত্বে অপার সৌন্দর্যের মহিমা সন্ধান করিয়াছেন। খোদার প্রেমে তিনি ছিলেন বিভোর। সম্প্রতি শতাব্দীর সেরা ব্যক্তি সন্ধান করিতে যাইয়া টাইম সাময়িকী মাওলানা রুমীকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর সেরা সুফী সাধক বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছে। টাইম সাময়িকীর মতে, অন্য কোন ধর্মের অন্য কোন সাধক স্রষ্টার রূপ-কল্পনাকে এত স্পষ্টভাবে বিধৃত করার হিম্মত দেখাইতে পারেন নাই।

উপসংহার :

ইসলামের তিনজন শ্রেষ্ঠ সুফীর মধ্যে মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী (রঃ) একজন। অন্যরা হইলেন সুফী ইবনুল আরাবী (রঃ) ও ইমাম আল গাজ্জালী (রঃ)। জামি উদ্দিন আত্তার (রঃ), হাফিজ সানাই (রঃ) ও রুমী (রঃ) এই তিনজন সুফী কবি হিসেবে পরিচিত। রুমী (রঃ) সর্বদিকেই পারদর্শী ছিলেন এবং সমগ্র বিশ্বের জ্ঞানসম্পদে আপন আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলো দিয়া উদ্ভাসিত করেন। বস্তুতঃ কল্পনার প্রসারে রোমান্টিক সুন্দরতায়, দার্শনিক অগ্রগতি ও চিন্তাশক্তির বিশালতায় তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ।

নবম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া যে সমস্ত সুফী তাত্ত্বিক সাধক ও দার্শনিক সুফী মতবাদ সম্বন্ধে প্রচুর রচনা করেন বা মতবাদ প্রচার করেন, তাঁহাদের শেষ পরিণতি জালালউদ্দিন রুমী (রঃ)। রুমীর (রঃ) জ্ঞান-কল্পনায় সুফী মতবাদ যে রূপ লাভ করে তাহাই সুফী দর্শনের শেষ পরিণত রূপ বলিয়া পরিগণিত অনুমান করেন। অবশ্য তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী সুফীদের মতবাদ গ্রহণ করিয়া তাহারই উপর বৃদ্ধি সুন্দরতর কল্পনা ও মনস্তত্ত্ব আবেগ প্রয়োগ করিয়া সুফী মতবাদকে বলিষ্ঠ দান করেন।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. আবদুল গোলাম রসুল, মাওলানা জালালউদ্দিন রুমী, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃ ৩০-৩৪৬। ২. গাজনফর নুরুজ্জামান ইসলাম, বিশ্বজনীন রুমী, চট্টগ্রাম, ১৯৭৪ পৃ ৩ ও পৃ ১৪-১৫। ৩. মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, গাজনা প্রতিভা, ৬৪ ও ৭৮ সংস্করণ, ১৯৬০, পৃ ১৫৮, ২৭৪। ৪. ডো মোহাম্মদ আলী সরকার, ইবনুল আরাবী ও জালাল উদ্দিন রুমী, ঢাকা একাডেমী, ১৯৬৪ পৃ ২৯৮-২২০, ২২৩, ২৩০, ২৯২-৩১৫, ৩৩৭-৯। ৫. Jalal Uddin Rumi: The Mathnavi, trans, by R.A Nicholson: Lazac & co. ltd, london. Book I & II, 1960. ৬. Dr. R.A. Nicholson : A Literary'History of the Arabs. London, 1907. (৭) Dr. Khalifa Abdul Hakim : The Metaphysics of Rumi, Lahore 1965. (৮) আব্দুল মনসুর : মুসলিম মনীষা, ঢাকা, ১৯৭০। ❑

ভোরের কাগজ / ১৪ জানুয়ারি ২০০০ / পৃ ৫